গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
পরি-১ শাখা

"দেশের দক্ষিণাঞ্চলে (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫২টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের যাচাই-বাছাই কমিটি'র সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী সচিব
সভার তারিখ	২৮/১১/২০২৩
সভার সময়	বেলা: ৩.০০টা
স্থান	সচিব মহোদয়ের কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতপর: তিনি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম শুরু করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করলে যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-১) আলোচ্য বিষয়সমূহ সভায় উপস্থাপন করেন।

০২। উপস্থাপনা: সুরক্ষা সেবা বিভাগের যুগ্মসচিব সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভায় উল্লেখ করেন যে, ফায়ার সেবা বাইরে থাকা দেশের চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের ২১টি জেলার ৫২টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নতুন ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপনের মাধ্যমে **"দেশকে একটি কার্যকর দুর্যোগ নিরাপত্তা বলয়ে আনয়ন করা"**; তথা দুর্যোগে তাৎক্ষণিক ও কার্যকর সাড়াদান নিশ্চিত করার মাধ্যমে হতাহতের সংখ্যা ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি সীমিত রাখার উদ্দেশ্য ২৭৮১৩৭.৭৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫২টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প দলিল প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি ২০২৪ থেকে জুন ২০২৭। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তর এ প্রকল্প যৌথভাবে বাস্তবায়িত হবে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের ফায়ার সার্ভিস সেবার বাইরে থাকা ২১টি জেলার ৫২টি গুরুত্বপূর্ণ এলাকার মানুষের দোরগোড়ায় ফায়ার সার্ভিস সেবা পৌছে যাবে।

০৩। **আলোচনা:** মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর আলোচনায় অংশ নিয়ে উল্লেখ করেন যে, প্রকল্পভুক্ত এলাকাসমূহের জনবসতি, নগরায়ন, শিল্পায়ন, ট্রাফিক ব্যবস্থা ও দুর্যোগ ঝুঁকি বিবেচনায় স্থাপিতব্য ফায়ার স্টেশনসমূহকে 'বিশেষ শ্রেণি', 'এ', "বি" ও স্থল কাম নদী এ তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে।

প্রকল্প এলাকা নির্বাচন ও ক্যাটাগরি নির্ধারণের যৌক্তিকতা সম্পর্কিত কোন তথ্য এ ডিপিপিতে সন্নিবেশিত আছে কিনা এ সম্পর্কিত সভাপতির জিজ্ঞাসায়, মহাপরিচালক ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর জানান যে, ফায়ার স্টেশন স্থাপন নীতিমালা ২০২১ এ বর্ণিত স্টেশন স্থাপন সম্পর্কিত গাইডলাইন অনুসরণ করে এ ডিপিপিতে ফায়ার স্টেশনের ক্যাটাগরি ও এলাকা নির্বাচন করা হয়েছে।

০৪। এ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি ২০২৪ থেকে হতে জুন ২০২৭ এর পরিবর্তে জুলাই'২০২৪ থেকে জুন' ২০২৭

পর্যন্ত নির্ধারণ করা যথাযথ হবে মর্মে সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন।

সভাপতির এক জিজ্ঞাসায় মহাপরিচালক ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর জানান যে, 'এ' 'বি' ও স্থল কাম নদী শ্রেণির স্টেশনের জমির পরিমান ১.০০ একর। বিশেষ শ্রেণির স্টেশনের ক্ষেত্রে জমির পরিমান ১.৫০ একর নির্ধারণের সিদ্ধান্ত রয়েছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, ইতোমধ্যে পরিকল্পনা কমিশন এর ভৌত অবকাঠামো বিভাগের দায়িত্ব প্রাপ্ত সদস্য মহোদয় সদয় হয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর একটি স্পেশাল টাইপ ও একটি এ টাইপ স্টেশন পরির্দশন করেছেন। পরির্দশনকালে তিনি প্রতিটি ফায়ার স্টেশনে প্রশিক্ষণ এলাকা, প্যরেড গ্রাউন্ড ও জলাধার এর সংস্থান রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

০৫। এ প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি সম্পর্কে সভাপতির জিজ্ঞাসায় মহাপরিচালক ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সভায় আরো জানান যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর সম্মিলিতভাবে প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন প্রস্তুত করেছে। সভাপতি এর জিজ্ঞাসায় গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান যে, ২০২২ সালের রেট সিডিউল অনুযায়ী এ প্রকল্পের অধিনে সম্পাদিত পূর্ত কাজের ব্যয় প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন যে, সম্প্রতি ২০২৩ সালের রেট সিডিউল অনুমোদিত হয়েছে। এ কারণে পূর্ত কাজের ব্যয় কিছুটা বৃদ্ধি পাবে।

০৬। সভাপতি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল কাঠামো সম্পর্কে জানতে চাইলে উত্তরে মহাপরিচালক ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর জানান যে, এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ডিপিপিতে ০১জন প্রকল্প পরিচালক, ০১জন সহকারী পরিচালক, ০১জন হিসাব রক্ষক, ০১জন অফিস সহকারী, ০২জন ড্রাইভার এবং ০১জন অফিস সহায়ক পদের সংস্থান রাখা হয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে প্রস্তাবিত পদের বাইরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর থেকে একজন উপপরিচালক/সহকারী পরিচালককে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত এ প্রকল্পে দায়িত্ব পালনের সংস্থান প্রকল্প দলিলে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সভাপতি প্রস্তাব করেন। উত্তরে মহাপরিচালক জানান যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরে উপ-পরিচালকের পদ সংখ্যা মাত্র ১৩জন। উপ-পরিচালকগণকে অধিকাংশ সময় অপারেশনাল কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। এ কারণে উপ-পরিচালকের পরিবর্তে একজন সহকারী পরিচালক পদ মর্যাদার কর্মকর্তাকে প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। সভাপতি এ প্রস্তাব সমর্থন করেন।

০৭। ৫২টি ফায়ার স্টেশনের জন্য ভূমি কিভাবে নির্বাচন করা হয়েছে - এ বিষয়ে সভাপতির জিজ্ঞাসায় মহাপরিচালক, এফএসসিডি সভায় অবহিত করেন যে, ৫২টি স্টেশনের মধ্যে ২১টি স্টেশনের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের দপ্তর থেকে ভূমি অধিগ্রহণের সম্ভাব্য ব্যয় প্রাক্কলন পাওয়া গেছে। ১৫টি স্টেশনের স্থাপনের জন্য ভূমি প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ১৬টি স্টেশনের ভূমি চিহ্নিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।

০৮। সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলায় দেশব্যাপী একটি কার্যকর ও টেকসই সাড়াদান ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর একটি মাস্টার প্লান প্রণয়ন করা যথাযথ হবে মর্মে সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আরো অভিমত ব্যক্ত করেন যে, প্রণীত মাস্টার প্লান অনুসরণ করে সংশ্লিষ্ট এলাকার অবকাঠামো, শিল্পায়ন, কেমিক্যাল পল্লী, ভুমিকম্প প্রবনতা ও ট্রাফিক ব্যবস্থা বিবেচনা করে যৌক্তিকভাবে স্থান চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী ফায়ার স্টেশন স্থাপন করা কর্মানুগ হবে। জবাবে মহাপরিচালক, জানান যে "দেশকে একটি কার্যকর দুর্যোগ নিরাপত্তা বলয়ে আনয়ন করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট এলাকার অবকাঠামো, অর্থনৈতিক অঞ্চল, শিল্পায়ন, কেমিক্যাল পল্লী, ভূমিকম্প প্রবনতা ও ট্রাফিক ব্যবস্থা বিবেচনা করে এবং কোন দর্যোগ সংঘটিত হওয়ার ১০মিনিটের মধ্যে উক্ত দুর্যোগে সাড়াদান নিশ্চিত করা, সংশ্লিষ্ট এলাকার অবকাঠামো ও স্থাপনা বিবেচনা করে সাধারণ ফায়ার স্টেশন, বিশেষায়িত ফায়ার স্টেশন, স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন, হাইওয়ে ফায়ার স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে

ইতোমধ্যে একটি মাস্টার প্লান প্রণয়নের কাজ শুরু করা হয়েছে। আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে প্রস্তাবিত মাস্টার প্লান প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করার সম্ভব হবে মর্মে তিনি সভায় অবহিত করেন।

০৯। নতুন প্রকল্পসমূহ সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা, সবুজ পাতায় ইতোমধ্যে অন্তর্ভুক্ত ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সকল প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুত করা হয়েছে কিনা এ বিষয়ে সভাপতি জানতে চান। এছাড়া, অগ্নি নিরাপত্তা জোরদারকরণ শীর্ষক কোন প্রকল্প পূর্বে গ্রহণ করা হয়েছিল কি-না, যদি করা না হয়ে থাকে তবে "দেশের সর্বস্তরে অগ্নি নিরাপত্তা জোরদারকরণ" শীর্ষক কোন প্রকল্প গ্রহণ করা যায় কি-না সে বিষয়ে সভাপতি সকলকে মতামত প্রদানের অনুরোধ জানান।

উত্তরে মহাপরিচালক, এফএসসিডি সভায় অবহিত করেন যে, নতুন প্রকল্পসমূহ সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এটি চলমান। এছাড়া, সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত ৮টি প্রকল্পের মধ্যে ইতোমধ্যে ৭টি প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত ৭টি প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ১টি প্রকল্পের প্রকল্প দলিল প্রণয়নের কাজ চলমান। দেশব্যাপী অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণসহ "দেশকে একটি কার্যকর দুর্যোগ নিরাপত্তা বলয়ে আনয়ন করার লক্ষ্যে ইতোপূর্বে এ অধিদপ্তর ৬টি প্রকল্প গ্রহণ করে। তন্মধ্যে, ৫টি প্রকল্প ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। অপর একটি প্রকল্প ডিসেম্বর/২০২৩- এ সমাপ্ত হবে। সমাপ্তকৃত ৫টি প্রকল্পসহ ৬টি প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ৩৬৭টি ফায়ার স্টেশন স্থাপনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট স্টেশনের অধিক্ষেত্রে একটি কার্যকর ও টেকসই দুর্যোগ সাড়াদান ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে মর্মে মহাপরিচালক সভায় অবহিত করেন। তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, উল্লিখিত ৩৬৭টি স্টেশন স্থাপনের ফলে প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট দুর্যোগে সংশ্লিষ্ট এলাকায় রেসপন্স টাইম কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

১০। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-১ অধিশাখা) সভায় অবহিত করেন যে, এ প্রকল্পে ৫২.৫০ একর ভূমির অধিগ্রহণ প্রয়োজন। ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ ২১৪.২০ কোটি টাকা ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে। প্রকল্পের ৫২টি স্টেশনের মধ্যে কতটি নিষ্কন্টক ভূমির নিশ্চয়তা পাওয়া গেছে। সাধারণত: ভূমি জটিলতায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ব্যাহত হয়। নিষ্কন্টক ভূমির প্রাপ্যতার ভিত্তিতে বিবেচ্য প্রকল্পটির ব্যয় প্রাক্কলন করা যেতে পারে।

১১। ৫২টি ফায়ার স্টেশনের ডিজাইন প্রস্তুত সম্পর্কে সভাপতির প্রশ্নের উত্তরে স্থাপত্য অধিদপ্তরের সহকারী প্রধান স্থপতি জানান যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর চাহিদা অনুযায়ী টাইপ ডিজাইন স্টেশনসমূহের স্থাপত্য নকশায় কিছু পরিবর্তন এনে নকশায় ফিমেল ব্যারাক ও প্রশিক্ষণ টাওয়ারসহ সেন্ট্রি পোস্ট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সন্নিবেশিত ডিজাইনে প্রশিক্ষণ টাওয়ার মেইন গেইট সংলগ্ন প্রর্দশিত হয়েছে। এটি সংশোধন করে কারিগরি দিক দিয়ে বিবেচ্য উপযুক্ত স্থানে স্থাপনের জন্য তিনি পরামর্শ দেন।

১২। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে সভায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়:

(ক) জননিরাপত্তা ও সুরক্ষা বিবেচনায় এ প্রকল্পটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। প্রকল্পটি অনুমোদনের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(খ) প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল হবে জুলাই' ২০২৪ থেকে জুন'২০২৭ পর্যন্ত;

(গ) দেশকে একটি কার্যকর দুর্যোগ নিরাপত্তা বলয়ে আনয়ন করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট এলাকায় অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাদি, শিল্পায়ন (অর্থনৈতিক অঞ্চল, কেমিক্যাল পল্লী), নগরায়ন, ট্রাফিক ব্যবস্থা ও ভূমিকম্প প্রবনতা বিবেচনা করে এবং যে কোন দর্যোগে ১০মিনিটের মধ্যে রেসপন্স নিশ্চিত করার লক্ষ্য অর্জন এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার চাহিদা অনুযায়ী সাধারণ ফায়ার স্টেশন, বিশেষায়িত ফায়ার স্টেশন, স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন, হাইওয়ে ফায়ার স্টেশন স্থাপনের সংস্থান রেখে

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর একটি মাস্টারপ্লান প্রণয়ন করবে।

(ঘ) জনসুরক্ষা বিবেচনায় এ প্রকল্পটি অগ্রধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। তবে মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ প্রক্ষেপণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্পটি বিভক্ত করে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক দপ্তর থেকে যে কয়টি স্টেশনের ভুমির সম্ভাব্য ব্যয় প্রাক্কলনসহ নিশ্চয়তা পাওয়া গেছে সে সকল স্টেশন নিয়ে একটি ডিপিপি প্রণয়ন করতে হবে। প্রতিটি স্টেশনের জন্য জেলা প্রশাসন হতে প্রাপ্ত ভূমির সংশ্লিষ্ট পত্রসমূহ ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অবশিষ্ট স্টেশন নিয়ে আরো ২টি পৃথক প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ প্রক্ষেপণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিটি প্রকল্পের এর ব্যয় প্রাক্কলন সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী
সচিব

স্মারক নম্বর: ৫৮.০০.০০০০.০৯৩.১৪.০০৬.২৩.১৯২

তারিখ: ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
৩০ নভেম্বর ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :
১) অতিরিক্ত সচিব, অগ্নি অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
২) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
৩) মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
৪) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর
৫) প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর
৬) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
৭) পরিচালক (পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ), ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
৮) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (উন্নয়ন), গণপূর্ত অধিদপ্তর
৯) উপসচিব, বাজেট-১ শাখা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১০) সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১১) সচিবের একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

মোঃ মোশারফ হোসেন
উপসচিব